দৈনিক
ইনকিলাব

তাং 17 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

কোচিং বন্ধ নীতিমালা সিলেটে অকার্যকর

পাঁচ হাজার অবৈধ সেন্টার : টাকার পাহাড় গড়ে তুলছেন এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক

ফয়সাল আমীন : কোচিং বন্ধ নীতিমালা গেল কার্যকারিতা হারিয়েছে সিলেটে। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের পরিবর্তে কোচিং ক্লাসেরই প্রতি শিক্ষকরা বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ছেন। যার ফলে পাঠদানের কৌশল কোচিং সেন্টারেই শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য জাহির করছেন কোচিং সংশ্লিষ্টরা। এতে করে ক্লাসে উপস্থিতির গুরুত্ব হারাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ সুযোগে কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছেন এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক। তাদের ধ্যান-জ্ঞান সবই কোচিং সেন্টারকেন্দ্রিক। অর্থ কামাতে গিয়ে লঙ্ঘন করছেন তারা জারিকৃত নিয়মনীতি। কোচিং বাণিজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়ছেন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে চালানো হচ্ছে এ কার্যক্রম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষাবোর্ডের জারিকৃত কোচিং ব্যবসা বন্ধে নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক ও কোচিং বাণিজ্যে জড়িত অসাধু কর্মকর্তা। আর তাদের এই লাভজনক বাণিজ্যে সহযোগিতা করছে শিক্ষাবোর্ড ও প্রশাসনে থাকা এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাই কোচিং ব্যবসায়ীরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে গলাকাটা ফি ও হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। অনেক স্কুল, কলেজে ফরম পূরণের পরও কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২' শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ জুন জারি করা হলেও সিলেটে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম। সিলেটের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, মাদ্রাসা বিভাগের দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এবং কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রে দীর্ঘদিন যাবত এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনা করে আসছেন। এই কোচিং বাণিজ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা কোচিং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন, যা পরিবারের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়াও অনেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিং ব্যবসায় মনোযোগী হচ্ছেন এবং অনেক সময় ব্যয় করছেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এবং অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী কোচিং ফি দিতে না পেরে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। যার কারণে শিক্ষার হার বাড়াতে চাইলেও বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। সরেজমিনে দেখা যায়, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ- এই চার জেলার প্রায় প্রতিটি স্কুল, কলেজে দেদারছে চলছে কোচিং বাণিজ্য। এসব প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক অধিক মুনাফা লাভের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বাসা ভাড়া করে খুলেছেন কোচিং সেন্টার। আর এসকল কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের নেয়ার জন্যও পাতেন নানা কৌশল। কখনও শিক্ষার্থীদের ক্লাসে না পড়িয়ে আবার কখনও ভয়-ভীতি ও পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার কথা বলে।

জানা গেছে, গোটা সিলেট বিভাগে নামে-বেনামে প্রায় ৫ হাজারের মতো কোচিং সেন্টার রয়েছে। আর এসকল কোচিং সেন্টারে তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কোচিং করানো হয়। কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য দেয়াল লিখন, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুনসহ নানা ধরনের প্রচারণা চালানো হয়। কোচিংয়ে ভর্তির নিয়মানুযায়ী তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বছর ভর্তি বাবদ ২ হাজার টাকা ও মাসিক ফি ৫'শ টাকা। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোচিং ফি প্রতি বছর বাবদ ৩ হাজার ৫'শ টাকা ও মাসিক ফি ৭'শ টাকা। নবম থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর ফি বাবদ ৫ হাজার টাকা ও মাসিক ফি ১ হাজার টাকা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোচিং ভর্তি ফি বাবদ ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার ও মাসিক ফি ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালার বাইরে এবং সম্পূর্ণ বে-আইনি বলে বিবেচিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লেখিত প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক সর্বোচ্চ ৩'শ টাকা, জেলা শহরে ২'শ টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১'শ পঞ্চাশ টাকা রসিদের মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ক্লাস পরিচালনার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফি আকারে গ্রহণ করা যাবে এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান স্ববিবেচনায় এ হার কমাতে ও মওকুফ করতে পারবেন এবং ১টি বিষয়ে ১২টি ক্লাস পরিচালনা হবে। কোন শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। অন্য ১০ জনের অধিক শিক্ষার্থীকে পড়ানো যাবে না এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান প্রধানকে শিক্ষার্থীদের তালিকা, রোল, শ্রেণী উল্লেখসহ জানাতে হবে। কোচিং নীতিমালায় আরো উল্লেখ আছে, কোন শিক্ষক বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না। কোচিং সেন্টারও গড়ে তোলা যাবে না। কিন্তু এত সকল কোচিং ব্যবসার নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও কে মানে কার কথা। অনেক সরকারি চাকরিজীবী, ব্যাংক কর্মকর্তা ও অনেক শিক্ষক সরাসরি কোচিং বাণিজ্যে জড়িত আছেন। 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২'তে কোচিং বাণিজ্যে সংশ্লিষ্টতায় অনুচ্ছেদ ১৪-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী শাস্তির কথা উল্লেখ থাকলেও কোন কোচিং সেন্টারে অথবা কোচিংয়ে জড়িত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর শাস্তি না দেয়ায় কোচিং ব্যবসায়ীরা জমজমাটভাবে চালিয়ে যাচ্ছে কোচিং বাণিজ্য। আর এই কোচিং বাণিজ্যের শিকার হচ্ছে প্রাইমারী সমাপনী, জেএসসি-জেডিসি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার্থীরা। সিলেট শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক গোলাম কিবরিয়া বলেন, বোর্ড কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তবে কোচিং বাণিজ্য যে সিলেটে রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টির নৈতিবাচক দিক নিয়ে আমাদের সকলকে চিন্তা করতে হবে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধের ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মো. শাহাবুদ্দিন আহমদ জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়া জরুরী।